অবসরপ্রাপ্তদের দু'টাকা কেজি দরে চাল বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ গরীব মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ২ টাকা কেজি দরে চাল বরাদ্দ করেছেন। অথচ রাজ্য সরকারের চাকরি করেন এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই ২ টাকা কেজি দরে চালের সুবিধা নিচ্ছেন। অবিলম্বে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে আবাস যোজনার বাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে ২ টাকা কেজি দরে চাল দিতে গিয়ে নিজেদের ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিলেন মন্ত্রী। এদিন স্বপন দেবনাথ বলেন, মমতাদি বাংলার মানুষের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মী অবসর নেওয়ার পরেই সাইকেলে করে ২ টাকা কেজি দরে চাল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। শুধু তাই নয় যাদের দোতলা, তিনতলা বাড়ি আছে আজ তারাও এই চালের জন্য লাইন দিচ্ছেন। তারা ওই ২ টাকা কেজি দরে চাল কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়ি না গিয়ে অন্য চালের দোকানে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছেন। তাই জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি যাতে অবিলম্বে সেই সব মানুষদের চিহ্নিত করে তাদের নাম বাতিল করা হোক। তাহলে আরো বেশি মানুষদের কাছে এই চাল পৌঁছে দেওয়া যাবে। এদিন স্বপন দেবনাথ জানান, এদিন ডিএম সাহেবকে বললাম, শুনতে খারাপ লাগলেও এটা ঠিকই যে আমাদের কিছু ত্রুটি আছে। যখন একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ২ টাকা কেজি দরে চাল নিয়ে যাচ্ছেন কিংবা তিনতলা বাড়ি আছে তিনিও সেই চাল নিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে খারাপ লাগে। সেই চাল দোকানে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। জেলাশাসককে জানিয়েছি, সমস্ত পঞ্চায়েতে বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখে এই সব মানুষের নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য। একজন মানুষ সারাজীবন পঞ্চাশ হাজার টাকার মাইনের চাকরি করে অবসর নেওয়ার পরেই তিনি দু টাকা কেজি দরে চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবেন আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো সেটা কখনই হতে পারে না। এদিন মন্ত্রী জানান, বর্ধমান মেডিকেল থেকে কলকাতায় যাদের রেফার করা হবে তাদের জন্য বিনা পয়সায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হতে চলেছে।

রেফার হাসপাতাল হিসাবে পরিচিত মঙ্গলকোটের গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলকোট ব্লকের মঙ্গলকোট সিঙ্গত গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে অভিযোগের পর অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে, চিকিৎসক কম থাকার কারণে রোগীদের রেফার করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এসএনএসইউ বিভাগটি। জানা গিয়েছে যে, ২০১২ সালে ৪টি শয্যা নিয়ে চালু হয়েছিল এসএনএসইউ বিভাগ কিন্তু ২০১৩ সালের জুন মাসেই ছন্দপতন ঘটে যায় বন্ধ হয়ে যায় এসএনএসইউ বিভাগটি। তারপর থেকে আজও চালু হয়নি ঐ ওয়ার্ডটি। তাই চরম সমস্যায় পড়ছেন সদ্যোজাত-সহ রোগীরা। স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে আশেপাশের এলাকার মানুষের মধ্যে। হাসপাতাল সূত্রে আরো জানা গিয়েছে যে, ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্বাস্থ্যদপ্তর এসএনএসইউ বিভাগ কেমন চলছে জানতে চেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তরকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো সঠিক তথ্য দেয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ যে, দিন যত যাচ্ছে ততই যেন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা খারাপ হয়ে উঠছে। কারণ এখানে কয়েক বছর আগেও বড় অপারেশন থেকে শুরু করে সদ্য জন্মানো শিশুর সমস্ত রকম চিকিৎসা পাওয়া যেত কিন্তু এখন হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রোগীদের। রোগীরা গেলেই তাঁদের রেফার করে দেওয়া হয় অন্যত্র। প্রশাসনিক উদাসীনতায় এরকম অবস্থা বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। হাসপাতাল সূত্রে আরো জানা গিয়েছে যে, এসএনএসইউ বিভাগে সদ্য জন্মানো শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবা আগে হলেও এখন শিশু জন্মানোর পর শ্বাসকষ্ট কিংবা গ্লুকোজের অভাবে বা উষ্ণ তাপমাত্রার প্রয়োজনে সবই এই বিভাগে পরিষেবা দেওয়া হত কিন্তু এখন হয়না। এসএনএসইউ বিভাগ বন্ধ থাকার কারণে সদ্যজাত শিশুদের যেমন সমস্যা তৈরি হয়েছে তেমনি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন।

এখানে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকার কারণে রোগীদের বেশিরভাগই রেফার করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার তাপস রায় জানিয়েছেন যে, ওই বিভাগের ঘরগুলির ছাদের প্লাস্টার ছেড়ে পড়েছে, বিল্ডিং-এর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ইতিমধ্যে পূর্তদপ্তর ও ইঞ্জিনিয়ারদা দেখে গেছেন। ঘরগুলো সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত ওই বিভাগ চালু করা সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তবে এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে চিকিৎসকের পাশাপাশি নার্স ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরও অভাব রয়েছে এই হাসপাতালে। আবাসনগুলোর অবস্থাও বিশেষ একটা ভালো না। বনজঙ্গলে ভরে গেছে। গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির আনাগোনা হাসপাতাল চত্বরে।

এই প্রসঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব রায় জানিয়েছেন যে, বিষয়টি শুনেছি, আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শীঘ্রই সমস্ত দিক আলোচনা করে ঠিক করে স্বাস্থ্যপরিষেবা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। অন্যদিকে, মঙ্গলকোটের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব ঘোষ বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি, তাড়াতাড়ি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নেব কিভাবে কি করা যায়।

রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের উন্নয়ণমূলক কাজ পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ একেবারে অন্য পদ্ধতিতে গ্রামসভার সভা। এক পঞ্চায়েতের কর্মী-আধিকারিকরা অন্য পঞ্চায়েতে এসে মানুষের সাথে কথা বলে বিচার করবেন আদৌ উন্নয়ণ সঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। মঙ্গলবার গলসি ১নং ব্লকের রামগোপালপুর পঞ্চায়েতে গ্রামসভায় লোয়াকৃষ্ণরামপুর পঞ্চায়েতের আধিকারিকেরা এসে পরিদর্শন করেন উন্নয়ণমূলক কাজের। সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে তারা কথা বলেন। পরিদর্শনে আসা আধিকারিকরা রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের উন্নয়ণমূলক কাজ দেখে সন্তুষ্ট বলে জানান আধিকারিকরা।

বর্ধমান হাসপাতালের জন্য ইকো রিক্সা অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমানের বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিধায়ক উন্নয়ণ তহবিল থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ইকো রিক্সা অ্যাম্বুলেন্স দিলেন। বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ইকো রিক্সা অ্যাম্বুলেন্সটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার উৎপল দার হাতে চাবি তুলে দিলেন। তবে জানা গিয়েছে যে, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারীর আগে এই অ্যাম্বুলেন্সটি ব্যবহার করা যাবে না। ওইদিন রোগী কল্যাণ সমিতির সভা হবে। সভাশেষে ইকো রিক্সা অ্যাম্বুলেন্সটির উদ্বোধন হবে এবং কাজ শুরু হবে। বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন যে, হাসপাতালের উন্নয়ণে সবসময় নজর থাকে, এর আগে পরিবহণের জন্য একটি ইকো রিক্সা তিনি দিয়েছিলেন। এছাড়াও বর্ধমান মেডিকেল কলেজের খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য টাকা দিয়েছিলেন। অনাময় হাসপাতালের জন্য এ ধরণের একটি অ্যাম্বুলেন্স আগামীদিন দেওয়া হবে বলে মন্ত্রলবার তিনি জানিয়েছেন। হাসপাতালের সুপার উৎপল দা জানিয়েছেন যে, ইকো রিক্সা অ্যাম্বুলেন্সটি জরুরী বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হবে। অ্যাম্বুলেন্সটি চালু হলে স্ট্রেচারে সমস্যা কিছুটা দূরে হবে। স্ট্রেচার না থাকার কারণে রোগীদের যে সমস্যা হতো তার থেকে রেহাই পাবেন রোগীরা।

দুর্গাপুর-ফরিদপুরে অবৈধ বালি বন্ধে অভিযান বিএলএলএন্ডআরও-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ফরিদপুর ব্লকে বেআইনি বালি কারবার তিনি চলতে দেবেন না। এমন প্রতিজ্ঞা করে ফেলা ফরিদপুর ব্লকের বিএলএলআরও রাজকুমার দীক্ষিত মঙ্গলবার সদলবলে তার ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিনটি অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পারকে আটক করলেন। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও অজয় নদের তীরবর্তী এলাকাগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার বহু অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও এই ব্লক দিয়েই পান্ডবেশ্বরের অজয়ের নদীঘাট থেকে চুরি করা বালি পারাপার করে। এবার সেই বালির চোরা কারবারে লাগাম টানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ফরিদপুরের বিএলএলআরও। সদ্য এই ব্লকের বিএলএলআরও হিসাবে যোগ দিয়েছেন রাজকুমার দীক্ষিত। যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি বালি নিয়ে যাচ্ছেন কিংবা তিনতলা বাড়ি আছে তিনিও সেই চাল নিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে খারাপ লাগে। সেই চাল দোকানে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। জেলাশাসককে জানিয়েছি, সমস্ত পঞ্চায়েতে বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখে এই সব মানুষের নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য। একজন মানুষ সারাজীবন পঞ্চাশ হাজার টাকার মাইনের চাকরি করে অবসর নেওয়ার পরেই তিনি দু টাকা কেজি দরে চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবেন আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো সেটা কখনই হতে পারে না। এদিন মন্ত্রী জানান, বর্ধমান মেডিকেল থেকে কলকাতায় যাদের রেফার করা হবে তাদের জন্য বিনা পয়সায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হতে চলেছে।

পূর্বস্থলীতে ছাগল বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপভোক্তাদের হাতে ছাগল তুলে দেওয়া হল। জানা গিয়েছে যে, এদিন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উপভোক্তাদের হাতে ছাগলগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি দিলীপ মল্লিক উপভোক্তাদের হাতে ছাগলগুলি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব বারুই-সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছেন যে, এলাকার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ১০০ জন মহিলাদের হাতে এই ছাগলগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রবিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল বিজেপি। এই বৈঠকে পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৯টি মন্ডলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ ঘোষ জানালেন যে, প্রধান উদ্দেশ্য আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রার্থী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এদিনকার বৈঠকে। ১৯২১টি বুথের এবং সমর্থকদের নিয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করবেন বলে জানিয়ে দিলেন জেলা সম্পাদক। এদিনকার বৈঠকে উপস্থি ছিলেন শ্যামাপদ মন্ডল, তরুণ মজুমদার, রানাপ্রতাপ গোস্বামী, প্রভাকর তেওয়ারি, গোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে শাসক দলের কর্মীসমর্থকরা ভয় পেয়ে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে তাদের কর্মী সমর্থকদের। দুদিন আগেই বর্ধমান সফরে এসেছিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী মুকুল রায়। মূলত দলের কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতেই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে গেছেন দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে। তারপরেই এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ঠিক করা হয়েছে যে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে একইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতাদের আরও অভিযোগ করেছেন যে, তাদের কর্মী সমর্থকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প কিভাবে রাজ্য সরকার তাদের নামে প্রচার করছে তারই অপপ্রচার বিষয়টি নিয়ে তুলে ধরবেন ভোটারদের কাছে। বিজেপি নেতাদের আরও দাবি, আগামী দিন তারা শাসন ক্ষমতায় আসবে এ কথা ধরে নিয়েই দিকে দিকে নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আগামী দিনের জন্য।

শাসকদলের নেতাদের বাধা না মেনে দোকান করার কারণেই দোকানে আগুন ঃ অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ শাসকদলের বাধা না মানার ফল। সোমবার গভীর রাতে আগুনে পুড়লো মাছ বিক্রির দোকান আর প্রায় ২২ কেজি মাছ। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন দুর্গাপুরের ৩৯ নং ওয়ার্ডের আশীষ নগরের বাসিন্দা মৎস্যজীবি অমৃত মল্লিক। মঙ্গলবার সকালে তিনি জানতে পারেন দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অমৃতবাবু জানান, দোকানে প্রায় ২০-২২ কিলো মাছ ছিল যা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তাঁর অভিযোগ কেউ বা কারা এই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ওই মৎস্য ব্যবসায়ী জানান, গত এক বছর ধরে তিনি ওখানে দোকান করছেন। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পুরপিতার অনুগামীরা তাঁকে দোকান করতে বাধা দিচ্ছিল। শিবু, শঙ্কর, নিতাই ইত্যাদি স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বাধা দিচ্ছিল বলে তাঁর অভিযোগ। নির্দিষ্ট কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করলেও অমৃতবাবু স্থির ধারণা আগুন লাগানোর পেছনে স্থানীয়দেরই মদত রয়েছে। তবে কি কারণে তাঁকে দোকান করতে বাধা দিচ্ছিল সে বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে জানাননি তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোকওভেন থানার পুলিশ। ৩৯ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার শঙ্খশুভ্র মন্ডলের মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায়নি। কিন্তু কেন এই ঘটনা? অমৃতবাবু তার বক্তব্যে বারবার উল্লেখ করছেন তাকে যখন দোকান করতে বাধা দিয়েছিল তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা তখন ওই সামান্য মাছ বিক্রেতা তাকে এক লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। তাহলে কি এই টাকার বিনিময়েই একদিন এই অমৃতবাবুকে দোকান করতে দেওয়া হয়েছিল? বন্যার সময় দামোদরের জলের তোড়ে সেই দোকান ভেসে যাওয়ার পরে আবার কি সেই দোকান করার জন্য অর্থের দাবি করেছিল কেউ? না কি ফাঁকা হয়ে যাওয়া ওই জায়গাতেই আবার কাউকে টাকার বিনিময়ে বসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল?

দুর্গাপুর-ফরিদপুরে অবৈধ বালি বন্ধে অভিযান বিএলএলএন্ডআরও-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ফরিদপুর ব্লকে বেআইনি বালি কারবার তিনি চলতে দেবেন না। এমন প্রতিজ্ঞা করে ফেলা ফরিদপুর ব্লকের বিএলএলআরও রাজকুমার দীক্ষিত মঙ্গলবার সদলবলে তার ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিনটি অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পারকে আটক করলেন। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও অজয় নদের তীরবর্তী এলাকাগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার বহু অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও এই ব্লক দিয়েই পান্ডবেশ্বরের অজয়ের নদীঘাট থেকে চুরি করা বালি পারাপার করে। এবার সেই বালির চোরা কারবারে লাগাম টানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ফরিদপুরের বিএলএলআরও। সদ্য এই ব্লকের বিএলএলআরও হিসাবে যোগ দিয়েছেন রাজকুমার দীক্ষিত। যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি বালি নিয়ে যাচ্ছেন কিংবা তিনতলা বাড়ি আছে তিনিও সেই চাল নিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে খারাপ লাগে। সেই চাল দোকানে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। জেলাশাসককে জানিয়েছি, সমস্ত পঞ্চায়েতে বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখে এই সব মানুষের নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য। একজন মানুষ সারাজীবন পঞ্চাশ হাজার টাকার মাইনের চাকরি করে অবসর নেওয়ার পরেই তিনি দু টাকা কেজি দরে চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবেন আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো সেটা কখনই হতে পারে না। এদিন মন্ত্রী জানান, বর্ধমান মেডিকেল থেকে কলকাতায় যাদের রেফার করা হবে তাদের জন্য বিনা পয়সায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হতে চলেছে।

পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক শুনসান, ক্ষতিতে হাত গুটিয়ে বসে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক। দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সড়ক। রাতদিন ব্যস্ত এই সড়ক আজ একেবারে শুনশান। হাত গুটিয়ে বসে হোটেল থেকে ধাবার মালিক থেকে কর্মী। পেট্রোল পাম্পে নেই সেই ভিড়। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। ক্ষতির বহর বাড়ছে দিন দিন। সেতু সংস্কার হয়ে দ্রুত যাতায়াত চালু না হলে চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। কুনুর সেতু বন্ধে যাওয়ায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সংস্কারের কাজ চলছে জোর কদমে। তবে দিন কুড়ির মধ্যে আদৌ কি কুনুর সেতুর সংস্কারের কাজ শেষ হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্যসড়কের দুই পাশের ব্যবসায়ীরা। কুনুর সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার কারণে বন্ধ ভারী যান চলাচল। আর এই কারণেই লরি-ডাম্পারের দেখা নেই রাস্তায়। মাঝে মাঝে দুই একটি ছোটো গাড়ি যাতায়াত করছে এই রাস্তা দিয়ে। সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করছে শুধু রুটের বাস। হোটেল-ধাবা মালিকদের কথায়, তাদের প্রধান ক্রেতা ডাম্পার, লরি চালক ও খালাসিরা। উত্তরবঙ্গগামী ভারী যান চালকরা রাতে ঠাঁই নেন পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের দুই পাশের ধাবা-হোটেলগুলিতে। কিন্তু ভারি যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ধাবা-হোটেলগুলি। একটি ধাবার রান্না করেন সুধাময় কীর্তনীয়া। মালিক তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। কুনুর সেতু দিয়ে ভারি যান চলাচল শুরু হলে আবার ধাবা চালু হবে। মালিক জানিয়েছে, বসে বসে বেতন দিতে পারবে না বলে জানান সুধাময় বাবু। সকালে আসত রাজা বাউরি। সারাদিন কাজের পর রাতে ফিরে যেত বাড়ি। বছর ১৩-র রাজার হয়ে গিয়েছে ছুটি। সে একটি হোটেলে কাজ করতো। বিক্রি নাই তাই আপাতত বেশি কর্মচারীর প্রয়োজন নাই তাই রাজার ছুটি হয়ে গিয়েছে। পেট্রোল পাম্পে লেগে থাকতো ভিড় সারাদিন। আজ গোটা কয়েক বাইক আর গাড়ির দেখা মেলে পেট্রোল পাম্পে। সেতু সংস্কারের জেরে এই হাল পেট্রোল পাম্পের বলে জানাচ্ছেন কর্মীরা। পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের দুইধারের হোটেল-ধাবা মালিকদের দাবি কুনুর সেতুর পাশ দিয়ে অস্থায়ী বিকল্প রাস্তা তৈরি করে যাতায়াত চালু করতে পারতো প্রশাসন। স্থানীয় ব্যবসায়িদের ক্ষোভ প্রশাসনের গাফিলতিতেই তাদের ব্যবসা আজ বন্ধের মুখে। কাঁকসা ব্লক তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা প্রশাসনের এক্তিয়ারে পড়ে তারা ভালো বুঝবে কি করতে হবে। কাঁকসা বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বীমা যোজনা চালু হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের বীমা প্রকল্পে ভুয়ো উপভোক্তাদের নামে সরকারি অর্থ অপচয় রুখতে প্রধানমন্ত্রী বীমা যোজনা চালু হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সহকারি সচিব বিকে হালদার জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়ে এ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর অধিকারী সুশান্ত কুমার ভক্তা জানিয়েছেন যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড ফর ল্যান্ড লেস এগ্রিকালচার লেবার প্রকল্পের আওতায় থাকা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা আম আদমি বীমা যোজনা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ উপভোক্তাদের বীমা একাউন্টে প্রতি বছর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একশত টাকা করে মোট দুইশত টাকা জমা করত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বহু উপভোক্তাদের কাগজপত্র ঠিকঠাক না থাকার কারণে নানা রকম সমস্যা তৈরি হত। এমনকি ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের একাউন্টকে উপভোক্তা পিছু বাৎসরিক দুইশত টাকা জমা পড়লেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি টাকা অপচয় হতো বলে অভিযোগে এই ধরণের প্রকল্প বদল করে নতুন প্রকল্প চালু করা হল। আরও জানা গিয়েছে যে, আম আদমি বীমা যোজনা পুরোপুরি গিয়ে নতুন প্রকল্পের আওতায় আসবেন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা।

এই প্রকল্পের এক্তিয়ারে আসবেন ১৮ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত বয়সের শ্রমিকরা। আম আদমি বীমা যোজনা বাৎসরিক ২০০ টাকার পরিবর্তে নতুন প্রকল্পে তিনশত্যধিক ৪২ টাকা করে জমা পড়বে। যার অর্ধেক টাকা রাজ্য দেবে এবং বাকিটা কেন্দ্র সরকার বহন করবে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর উপভোক্তা তালিকা তৈরি করবে। ওই প্রকল্পের আওতায় উপভোগ তারা একটা অঙ্কহানি হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৭ হাজার টাকা এবং ২টি অঙ্গহানি ঘটলে ৭৫ হাজার টাকা এবং মৃত্যু হলে ৭৫ হাজার টাকা সরকারি সাহায্য মিলবে। নতুন প্রকল্পের পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৭ শ্রমিক এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। এই নতুন প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্তকরণ হলে কাগজপত্র ঠিকঠাক দেখা হবে এবং নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলা সূত্রে আরো জানা গিয়েছে যে, ভুয়ো নাম বাদ যাবে এবং সরকারি অর্থ অপচয় বন্ধ হবে বলে মনে করছেন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

নদিয়ার চাকদহে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার সকালে নদীয়ার চাকদা থেকে এক অজ্ঞাত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এদিন সকালে জাদা থানার অন্তর্গত জামতলা গ্রামে একটি পুকুরে এক মহিলার নগ্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষ। মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পরে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222